Islami Ain O Bichar
Vol. 22, Issue: 87
July-September, 2026
ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2026-07-06
Published : 2026-11-02
DOI: 10.58666/iab.v22i87.364

Prohibition of Acquiring and Consuming Unlawful Wealth: A Comparative Analysis of Surah Al-Baqarah (2:188) and SDG-16

Rakibul Islam*
Dr. Mohammad Nurullah**

Abstract

The acquisition and consumption of unlawful wealth pose a grave challenge to the economic stability, justice, and good governance of individuals, societies, and states alike. In this context, the objective of this research is to analyze the similarities and differences between the principles articulated in Verse 188 of Surah Al-Baqarah and the relevant targets of Sustainable Development Goal 16 (SDG-16) regarding the prohibition of acquiring and consuming illicit wealth. This study employs descriptive, analytical, and comparative research methodologies. The findings reveal a significant alignment between the two frameworks in preventing the acquisition and consumption of unlawful wealth, eradicating corruption and bribery, establishing economic justice, and ensuring good governance. However, while Verse 188 of Surah Al-Baqarah prioritizes ethical and spiritual foundations alongside legal frameworks, the relevant targets of SDG-16 emphasize exclusively institutional and policy-driven structural reforms. By examining these intersections and divergences, the research highlights the profound relevance of both frameworks in establishing a just, accountable, corruption-free, and sustainable economic order.

Keywords: Unlawful Wealth, Surah Al-Baqarah Verse 188, Corruption, SDG-16, Good Governance.

* PhD Researcher, Department of Islamic Studies, Jagannath University, Dhaka, Bangladesh. Email: rakibul10190@gmail.com, ORCID: 0009-0007-9871-3234.

** Professor, Department of Islamic studies, Jagannath University, Dhaka, Bangladesh. Email: mnurullah@dis.jnu.ac.bd, ORCID: 0009-0002-8559-3361.

অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগের নিষেধাজ্ঞা: সূরা আল-বাকারা (২:১৮৮) এবং এসডিজি-১৬ এর একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

সারসংক্ষেপ

অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগ ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, ন্যায়বিচার এবং সুশাসনের জন্য একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ। এ প্রেক্ষাপটে বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য হলো অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগের নিষেধাজ্ঞায় সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াতে বর্ণিত মূলনীতিসমূহ এবং এসডিজি-১৬-এর প্রাসঙ্গিক লক্ষ্যমাত্রাসমূহের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণ করা। এ গবেষণায় বর্ণনামূলক, বিশ্লেষণধর্মী ও তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগ প্রতিরোধ, দুর্নীতি ও ঘুষ নিরসন, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য বিদ্যমান। তবে সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াত আইনগত কাঠামোর পাশাপাশি নৈতিকতাকেও প্রাধান্য দেয়, যেখানে এসডিজি-১৬-এর প্রাসঙ্গিক লক্ষ্যমাত্রাগুলো প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতিগত কাঠামো সংস্কারের গুরুত্বারোপ করে। গবেষণাটি সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াতে বর্ণিত অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞার মূলনীতির সঙ্গে এসডিজি-১৬-এর সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাগুলোর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য তুলে ধরে।

মূলশব্দ: অবৈধ সম্পদ, সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াত, দুর্নীতি, এসডিজি-১৬, সুশাসন।

১. ভূমিকা

মানবজীবনের বিভিন্ন মৌলিক চাহিদা পূরণ ও জীবনমান উন্নয়নে সম্পদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ সম্পদ যদি অবৈধ উপায়ে অর্জিত হয় এবং যথাযথ পন্থায় ভোগ নিশ্চিত না হয়, তাহলে তা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য নানা ধরনের সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগ হচ্ছে অন্যায়, অনৈতিক বা আইনবহির্ভূত উপায়ে অর্জিত ও ভোগকৃত সম্পদ। বর্তমান বিশ্বে দুর্নীতি, ঘুষ, অর্থপাচার ও আত্মসাৎসহ বিভিন্ন উপায়ে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগ প্রতিনিয়ত বেড়ে চলছে। ফলে ব্যক্তি ও সমাজ; এমনকি রাষ্ট্রের সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে অবৈধ আর্থিক প্রবাহের কারণে জনগণের অধিকার হরণ, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সামাজিক অবিচার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমাগত জনসাধরণের আস্থা হারিয়ে ফেলছে। এ প্রেক্ষাপটে সর্বস্তরে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগ প্রতিরোধের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে যথাযথ গাইডলাইন খুবই প্রয়োজন। পবিত্র কুরআন মানবজীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের গাইডলাইনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায়ও সুস্পষ্ট গাইডলাইন প্রদান করেছে। পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে বৈধতা, ন্যায়বিচার এবং নৈতিকতা

অপরিহার্য। পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবৈধ সম্পদ ভক্ষণ এবং মানুষের অধিকার হরণের বিরুদ্ধে সতর্ক করা হয়েছে। বিশেষত সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ. ﴾

তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না এবং মানুষের সম্পদের কোনো অংশ জেনে-শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাসের উদ্দেশ্যে তা বিচারকের নিকট পেশ করো না।[১]

এ আয়াতে একদিকে অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, অন্যদিকে বিচারব্যবস্থা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করার প্রবণতার বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। অপরদিকে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (Sustainable Development Goals-SDGs) বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য, বৈষম্য, দুর্নীতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা মোকাবিলার জন্য একটি সমন্বিত উন্নয়ন কাঠামো প্রদান করেছে। এ ক্ষেত্রে এসডিজি-১৬ (শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান)-এর প্রাসঙ্গিক লক্ষ্যমাত্রাসমূহ শান্তি, ন্যায়বিচার এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্য দুর্নীতি ও অবৈধ আর্থিক প্রবাহ প্রতিরোধের মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগ নিষিদ্ধকরণের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। ফলে সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াতে বর্ণিত নীতিমালা ও এসডিজি-১৬-এর প্রাসঙ্গিক লক্ষ্যমাত্রাসমূহের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান গবেষণায় অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগের নিষেধাজ্ঞায় সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াতে বর্ণিত মূলনীতিগুলো বিশ্লেষণ করে সেগুলোর সাথে এসডিজি-১৬-এর প্রাসঙ্গিক লক্ষ্যমাত্রাসমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনা উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগের নিষেধাজ্ঞায় আল-কুরআনের মূলনীতির সাথে সমকালীন বৈশ্বিক উন্নয়ন ভাবনার বিদ্যমান সামঞ্জস্য ও পার্থক্য নিরূপণের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে আল-কুরআনের নির্দেশিত নীতিমালা ও সমকালীন টেকসই উন্নয়ন ভাবনার মধ্যকার সম্পর্ক ও প্রাসঙ্গিকতা স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণাকর্মের মূল উদ্দেশ্য হলো সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াতে বর্ণিত অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগ নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত মূলনীতি বিশ্লেষণ করা এবং সেগুলোর

[1]. Al Qur'an, 2:188

সাথে এসডিজি-১৬-এর প্রাসঙ্গিক লক্ষ্যমাত্রাসমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনা উপস্থাপন করা।

৩. গবেষণার পরিধি

বর্তমান গবেষণার পরিধি সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াতে বর্ণিত অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগ নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত মূলনীতি এবং এসডিজি-১৬-এর দুর্নীতি প্রতিরোধ, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান গঠনের মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগ নিষিদ্ধকরণ সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

৪. সাহিত্য পর্যালোচনা

অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগের নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী নৈতিকতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের আলোকে বিভিন্ন গবেষণায় গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। অনুরূপভাবে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগ নিষিদ্ধকরণের ব্যাপারে জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি-১৬-এর বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রায় অবৈধ আর্থিক প্রবাহ, দুর্নীতি ও ঘুষ প্রতিরোধ এবং কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপের বিষয়টিও লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া ইসলামী অর্থনৈতিক দর্শন ও সমকালীন উন্নয়ন ভাবনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বই, গবেষণা প্রবন্ধ ও অভিসন্দর্ভে বর্তমান গবেষণার বিষয়টি নানামাত্রিকভাবে পর্যালোচিত হয়েছে। বর্তমান গবেষণার বিষয়বস্তুর সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য গবেষণাকর্ম সমূহের পর্যালোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

ইমাম তাবারী[২], ইমাম ইবনে কাসীর[৩], ইমাম কুরতুবী[৪], ইমাম রাযী[৫], মুফতি মুহাম্মদ শফী[৬] এবং সানাউল্লাহ পানিপথী[৭] তাঁদের প্রণীত তাফসীর গ্রন্থসমূহে সূরা আল-

[2]. Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, trans. Editorial Board, Vol.3 (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1992)

[3]. Imād al-Dīn Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm,* Vol. 1. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 513–514

[4]. Abū ʿAbdullāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *Al-Jāmiʿ li-Aḥkām al-Qurʾān*, ed. Aḥmad al-Bardūnī and Ibrāhīm Aṭfayyish, (Cairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 AH/1964), 2:37

[5]. Fakhr al-Dīn Muḥammad ibn ʿUmar al-Rāzī, *Mafātīḥ al-Ghayb* (al-Tafsīr al-Kabīr), vol.5 (Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 1420 AH), 279

[6]. Mufti Muhammad Shafi, *Tafsir Ma'ariful Qur'an, Vol. 1.* (Karachi: Idaratul Ma'arif, n.d.), 474–477

[7]. Al-Qadi Thanaullah Panipati, *Al-Tafsir al-Mazhari*, Vol. 1. Translated by Mawlana Taleb Ali. (Dhaka: Hakimabad Khanka-e Muzaddedia, 2010)

বাকারার ১৮৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় হারাম সম্পদ ভোগ, ঘুষ, দুর্নীতি এবং বিচারিক ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে সম্পদ অর্জনের নিষেধাজ্ঞা আলোচনা করেছেন। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় পবিত্র কুরআনের অন্যান্য আয়াত, হাদিস ও সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যের আলোকে বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতি অনুসরণে তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে, অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ কোনো অবস্থাতেই বৈধতা লাভ করে না। তবে তাঁদের গবেষণাগুলোতে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগের নিষেধাজ্ঞায় সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াতের মূলনীতিসমূহকে এসডিজি-১৬ এর সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়নি।

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক ধারণা, উদ্দেশ্য, নীতিমালা এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নৈতিকতার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, ইসলামী অর্থনীতি মানবকল্যাণ, ন্যায়বিচার এবং সম্পদের সুষম বণ্টনের ওপর প্রতিষ্ঠিত; ফলে সুদ, ঘুষ, প্রতারণা ও অন্যায়ভাবে সম্পদ ভোগের কোনো সুযোগ এতে নেই।[৮] তাঁর গবেষণা বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী। তাঁর গবেষণার সাথে বর্তমান গবেষণার সাদৃশ্য হলো, তাঁর গবেষণায় অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগের নিষেধাজ্ঞা গুরুত্ব পেয়েছে। তবে উভয় গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ অমিল হলো তিনি তাঁর গবেষণায় ইসলামী অর্থব্যবস্থার সামগ্রিক কাঠামো ও নীতিমালা ব্যাখ্যা করেছেন। পক্ষান্তরে বর্তমান গবেষণার পরিসর নির্দিষ্টভাবে সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াতের আলোকে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগের মূলনীতির সাথে এসজিজি-১৬ এর সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার তুলনামূলক বিশ্লেষণ।

মুফতি আব্দুছ ছালাম চাটগামী ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক নীতিমালা, সম্পদের বৈধ উপার্জন, ব্যয় ও বণ্টন পদ্ধতি আলোকপাত করেছেন। তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ইসলামী অর্থব্যবস্থা নৈতিকতা, জবাবদিহিতা এবং সামাজিক কল্যাণের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে; ফলে সুদ, ঘুষ, প্রতারণা ও অন্যায়ভাবে সম্পদ ভোগের মতো কার্যক্রম এতে নিষিদ্ধ।[৯] বর্তমান গবেষণার সাথে তাঁর গবেষণার অমিল ও সীমাবদ্ধতা হলো, তিনি ইসলামী অর্থব্যবস্থার নীতিমালা ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার বিষয়কে ব্যাপক পরিসরে আলোচনা করলেও অবৈধ সম্পদের নিষেধাজ্ঞায় সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াতের নির্ধারিত মূলনীতির সাথে এসডিজি-১৬ এর প্রাসঙ্গিক লক্ষ্যমাত্রার তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করেননি। মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ অর্জনের বৈধ ও অবৈধ পন্থা, সম্পদ ব্যয়ের নীতিমালা এবং সম্পদ

8. Mawlana Md. Abdur Rahim, *Islami Arthaniti* (Dhaka: Khairun Prokashani, 2012)
9. Mufti Abdus Salam Chatgami, *Islami Orthobebosthar Mulniti* (Dhaka: Ittehad Publication, 2019)

বণ্টনের বিধানসমূহ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি প্রতিপাদন করেছেন যে, ইসলাম সম্পদকে মানবকল্যাণ ও সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার একটি অন্যতম উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করে এবং সম্পদ অর্জন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও বৈধতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে।[১০] Khurshid Ahmad ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণা, লক্ষ্য ও নীতিমালা তুলে ধরেছেন। তিনি মত প্রকাশ করেছেন যে, প্রকৃত উন্নয়ন কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা ন্যায়বিচার, মানবকল্যাণ, নৈতিক উৎকর্ষ এবং সম্পদের সুষম বণ্টনের ওপর নির্ভরশীল।[১১] ড. মুহাম্মদ আবূ ইউছুফ ইসলামী শরী'আতের আলোকে সম্পদ অর্জন ও ব্যয়ের বৈধ পন্থাসমূহ উপস্থাপন করেছেন। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, ইসলামে সম্পদ অর্জন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে নৈতিকতা, বৈধতা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।[১২] M. Umer Chapra অর্থনীতি ও নৈতিকতার পারস্পরিক সম্পর্ক ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, নৈতিক মূল্যবোধবিহীন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড দুর্নীতি, বৈষম্য এবং সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে; অপরদিকে নৈতিকতাভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানবকল্যাণ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে।[১৩] আবুল হোসাইন মোহাম্মদ লুৎফল হক ফারুকী ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সম্পদ অর্জন ও ব্যয়ের নীতিমালা এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর বাস্তবায়ন সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি ইসলামিক নীতিমালাকে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ও সামাজিক কল্যাণের কার্যকর পন্থা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[১৪] উপরিউক্ত গবেষণাগুলো বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতির অনুসরণে সম্পাদিত হয়েছে। এসব গবেষণার সাথে বর্তমান গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য রয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই অন্যায়ভাবে সম্পদ অর্জন ও ভোগের বিরোধিতার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তবে বর্তমান গবেষণার সঙ্গে এসব গবেষণার মৌলিক অমিল হলো, গবেষণার পরিসর ও বিশ্লেষণ কাঠামোয়। পূর্ববর্তী

10. Muhammad Nurul Islam, *Islame Shompod Orjon Bey o Bonton* (Dhaka: Ahsan Publications, 2007)
11. Khurshid Ahmad, *Economic Development in an Islamic Framework* (Leicester: The Islamic Foundation, 1979)
12. Dr. Muhammad Abu Yusuf, "Islami Aine Shompod Orjon o Beyeyr Nitimala" *Islami Ain O Bichar* 6:21 (2010)
13. M. Umer Chapra, "Ethics and Economics: An Islamic Perspective", *Islamic Economic Studies* 16:1&2 (2008-2009): 1-24
14. Abul Hosain Mohammoad Lutful Hoque Faruque, *"Islami Orthobebosthay Shompod Orjon o Beyeyr Nitimala: Bangladesh Prekkhipote Er Bastobayon"* (PhD Thesis, Department of Islamic Studies, University of Dhaka, 2012), 144-315

গবেষণাগুলো মূলত ইসলামী অর্থনীতি ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার সাধারণ নীতি, নৈতিকতা ও মানবকল্যাণকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়েছে। অন্যদিকে বর্তমান গবেষণাকর্মে অবৈধ সম্পদের নিষেধাজ্ঞায় সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াতকে নির্দিষ্ট করে মূলনীতি নির্ণয়পূর্বক সেগুলোকে এসডিজি-১৬ এর প্রাসঙ্গিক লক্ষ্যমাত্রার সাথে তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শাহজাদা এম আকরাম প্রমুখ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এসডিজি-১৬-এর দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন-সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যসমূহের প্রস্তুতি, বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করেছেন। গবেষণায় বাংলাদেশের আইন, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও বিদ্যমান তথ্যের ভিত্তিতে অবৈধ অর্থপ্রবাহ, দুর্নীতি ও ঘুষ এবং কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিদ্যমান থাকলেও এর প্রয়োগ ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার দুর্বলতা এসডিজি-১৬ অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা।[১৫] তবে গবেষণাটি মূলত বাংলাদেশের বাস্তবতা ও প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জকেন্দ্রিক; সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াতের মূলনীতির সঙ্গে এসডিজি-১৬-এর সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার তুলনামূলক বিশ্লেষণ এতে করা হয়নি।

সাইয়েদ রাশেদ হাছান চৌধুরী টেকসই উন্নয়নের ধারণাকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি প্রমাণসাপেক্ষে উপস্থাপন করেছেন যে, ন্যায়বিচার, মানবকল্যাণ, সম্পদের সুষম ব্যবহার এবং জবাবদিহিতার মতো ইসলামী মূল্যবোধসমূহ টেকসই উন্নয়নের মৌলিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[১৬] তাঁর গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা হলো, ইসলামী মূল্যবোধ ও টেকসই উন্নয়নের মধ্যে সামঞ্জস্য তুলে ধরা হলেও আল-কুরআনের নির্দিষ্ট কোনো আয়াতের মূলনীতির সঙ্গে এসডিজির নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার সাদৃশ্য ও পার্থক্য পদ্ধতিগতভাবে নির্ণয় করা হয়নি। ফলে তাঁর গবেষণা বর্তমান গবেষণার জন্য ধারণাগত ভিত্তি প্রদান করলেও সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াত ও এসডিজি-১৬-এর নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার মধ্যকার সম্পর্ক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গবেষণা-শূন্যতা থেকেই যায়।

15. Shahzada M. Akram et al., "Tekshoi Unnoyon Obistto 16: Durniti Protirod O SusashonSongslistha Lokher Upor Bangladesher Prostuti, Bastobota O Challenge", (In Bengali). *Bangladeshe* Susashoner Somossa Uttoroner Upay (Dhaka:Transparency International Bangladesh, 2018).
16. Saeyd Rashed Hasan Chowdury, "Tekshoi Unnoyon: Ekti Islami Bishleshon", *Islami Ain O Bichar* 12:47 (2016): 53–83, https://islamiainobichar.com/index.php/iab/article/view/4

মুহাম্মদ নুরুদ্দীন কাওসার মানবকল্যাণ ও টেকসই উন্নয়ন অর্জনে ইসলামী অর্থব্যবস্থার ভূমিকা তুলে ধরেছেন। তিনি তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে দেখিয়েছেন যে, ন্যায়ভিত্তিক সম্পদ বণ্টন, সুদমুক্ত অর্থনীতি, যাকাত এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার মতো ইসলামী অর্থনৈতিক নীতিমালা মানবকল্যাণ ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।[১৭] তাঁর গবেষণার সঙ্গে বর্তমান গবেষণার সাদৃশ্য হলো, উভয় গবেষণাতেই ইসলামী অর্থনৈতিক নীতিমালা, ন্যায়সংগত সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং মানবকল্যাণের বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে বর্তমান গবেষণার সঙ্গে তাঁর গবেষণার অমিল হলো, তিনি ইসলামী অর্থব্যবস্থার বিভিন্ন নীতিকে সামগ্রিকভাবে টেকসই উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন; কিন্তু বর্তমান গবেষণায় সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নম্বর আয়াতের নির্দিষ্ট মূলনীতি শনাক্ত করে সেগুলোকে এসডিজি-১৬-এর সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সরাসরি তুলনা করা হয়েছে।

Kempe Ronald Hope আফ্রিকায় দুর্নীতি ও ঘুষ হ্রাসের ক্ষেত্রে এসডিজি-১৬-এর ১৬.৫ লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিশ্লেষণ করেছেন। গবেষণায় নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্ত ও এসডিজির নির্ধারিত সূচকের ভিত্তিতে দুর্নীতি ও ঘুষের প্রবণতা মূল্যায়ন করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, দুর্নীতি ও ঘুষ টেকসই উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে বাধাগ্রস্ত করে এবং কার্যকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।[১৮] তবে গবেষণাটি ইসলামী নৈতিকতা বা কুরআনের নির্দেশনার সঙ্গে এসডিজি-১৬-এর লক্ষ্যমাত্রার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেনি।

উপর্যুক্ত সাহিত্য পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগের নিষেধাজ্ঞা, ইসলামী অর্থনৈতিক নীতিমালা, ইসলামী নৈতিকতা ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ক পৃথক পৃথক গবেষণা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সম্পন্ন হলেও সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াতে বর্ণিত অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগ নিষিদ্ধকরণ নীতিমালার সাথে এসডিজি-১৬-এর প্রাসঙ্গিক লক্ষ্যমাত্রাসমূহের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে সমন্বিত ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ

17. Mohammad Nuruddin Kaosar, "Islami Orthobebostha Manobkollyan o Tekshoi Unnoyoner Anonna Poddhoti: Ekoti Porjalocona", *Islami Ain O Bichar* 19:74-75 (2023): 253–280, DOI: https://doi.org/10.58666/iab.v19i74-75.248
18. Kempe Ronald Hope, "Reducing Corruption and Bribery in Africa as a Target of the Sustainable Development Goals: Applying Indicators for Assessing Performance", *Journal of Money Laundering Control* 25:2 (2022): 313–329

অনুপস্থিত। ফলে বিদ্যমান গবেষণার ধারাবাহিকতায় বর্তমান গবেষণাটি এই শূন্যতা পূরণের প্রয়াস মাত্র।

৫. গবেষণা পদ্ধতি

ব্যবহৃত তথ্য-উপাত্ত অনুসারে এ গবেষণাকর্মে গুণগত গবেষণা (Qualitative Research) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণার বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ গ্রন্থাগারভিত্তিক (Library Based) পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে পবিত্র কুরআনের সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াত এবং বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ থেকে এ আয়াত সংশ্লিষ্ট বক্তব্যের আলোকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। দ্বৈতয়িক উৎস হিসেবে বিভিন্ন বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, প্রবন্ধ, অভিসন্দর্ভ ইত্যাদির সহায়তা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ক বই-পুস্তক ও এসডিজি-১৬ সম্পর্কিত অফিসিয়াল ডকুমেন্ট, রিপোর্ট, সমকালীন গবেষণাকর্ম, জার্নাল প্রবন্ধ ও অভিসন্দর্ভ বিশ্লেষণ করে তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যসমূহ Content Analysis পদ্ধতির অনুসরণে বিশ্লেষণ করে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগের নীতিমালাসমূহ নির্ণয় করা হয়েছে। পরবর্তীতে Comparative Analysis পদ্ধতির মাধ্যমে আয়াতের সংশ্লিষ্ট নীতিমালার সঙ্গে এসডিজি-১৬-এর সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তুলনামূলক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু, উৎস, উদ্দেশ্য, ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতা এবং প্রয়োগের পরিসর-এই পাঁচটি মানদণ্ডকে বিশ্লেষণী কাঠামো হিসেবে নির্ধারণ করে সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াত থেকে নির্ণীত নীতিমালার সঙ্গে এসডিজি-১৬-এর সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার তুলনা করা হয়েছে।

৬. অবৈধ সম্পদ

অবৈধ সম্পদ পরিভাষাটি আধুনিক গবেষণা ও আইনি সাহিত্যে বহুল আলোচিত হলেও এর মৌলিক ধারণা সর্বপ্রথম কুরআন ও হাদিসে প্রতিফলিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে অন্যায়ভাবে সম্পদ ভোগ, আত্মসাৎ এবং অবৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জনকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হাদিসেও অবৈধ উপার্জনের বিভিন্ন মাধ্যম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামী ফিকহ ও আধুনিক গবেষণায় হারাম মাল, হারাম উপার্জন এবং অন্যায়ভাবে সম্পদ ভোগ সংক্রান্ত আলোচনায় এই ধারণা আরও বিস্তৃত হয়েছে এবং সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি, আত্মসাৎ, অর্থপাচার, প্রতারণা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদকে অবৈধ সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সমকালীন প্রেক্ষাপটে অবৈধ সম্পদের ধারণা আরও ব্যাপক। দুর্নীতি, অর্থপাচার, কর ফাঁকি, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং সরকারি সম্পদের আত্মসাৎ অবৈধ সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশন (UNCAC)-এর ২০ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে:

> "A significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income."
>
> অর্থাৎ, কোনো সরকারি কর্মকর্তার সম্পদের এমন উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি, যা তিনি তার বৈধ আয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন না, তাকে অবৈধ সম্পদ বলা হয়।[১৯]

মূলত অবৈধ সম্পদ হলো এমন সম্পদ, যা শরিয়তসম্মত উৎস দ্বারা সমর্থন করা যায় না; বরং ঘুষ, দুর্নীতি, আত্মসাৎ, সুদ, প্রতারণা, ক্ষমতার অপব্যবহার বা অন্য কোনো অবৈধ পন্থায় অর্জিত হয়। বর্তমান গবেষণায় 'অবৈধ সম্পদ' বলতে বোঝানো হয়েছে, অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ, ঘুষ, দুর্নীতি, প্রতারণা, জালিয়াতি, বিচারিক কৌশল, মিথ্যা সাক্ষ্য, ক্ষমতার অপব্যবহার কিংবা অনুরূপ কোনো অবৈধ পন্থায় উপার্জিত ও ভোগকৃত সম্পদ। অর্থাৎ, যা শরিয়ত ও আইনসম্মত উপায়ে অর্জিত নয়।

৭. সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াত

সূরা আল-বাকারা পবিত্র কুরআনের দ্বিতীয় ও বৃহত্তম সূরা। এর আয়াত সংখ্যা ২৮৬ এবং রুকু সংখ্যা ৪০। মদীনায় অবতীর্ণ এ সূরাটি পবিত্র কুরআনের সর্বাধিক বিধিবিধান সম্বলিত সূরা।[২০] এতে মানবজীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বিচারিক বিভিন্ন দিক সম্পর্কে দিকনির্দেশনা বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি ও ঘুষ প্রতিরোধ এবং অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগ নিষিদ্ধকরণের ব্যাপারে এ সূরার ১৮৮ নং আয়াতের নির্দেশনাসমূহ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগ নিষিদ্ধকরণের বিষয়ে এ সূরায় মহান আল্লাহ বলেন-

﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ. ﴾

> তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না এবং মানুষের সম্পদের কোনো অংশ জেনে-শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাসের উদ্দেশ্যে তা বিচারকের নিকট পেশ করো না।[২১]

---

19. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *United Nations Convention against Corruption* (New York: United Nations, 2003), Art. 20, 16
20. Ibn Kathīr, ibid, 1: 112.
21. Al Qur'an, 2:188

আলোচ্য আয়াতে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশনা এসেছে। একই সাথে আয়াতে ন্যায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক ও বিচারিক ব্যবস্থার ভিত্তিমূলও নির্ধারণ করা হয়েছে। আয়াতটির শানে নুযূল সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়।

প্রথম বর্ণনা: একবার রবী'আ বিন আবদান হাযরামী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ইমরাউল কায়েস ইবনু আবিস আল-কিন্দির রিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলেন। অভিযোগটি হলো, ইমরাউল কায়েস হাযরামীর একটি জমিন জোরপূর্বক দখল করেছে। রাসূল ﷺ হাযরামীকে বললেন, 'তোমার পক্ষে কোনো সাক্ষী আছে কি?' হাযরামী বললেন, 'না'। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তাহলে ইমরাউল কায়েসের শপথের উপরই মীমাংসা হবে।' এ কথা শুনে ইমরাউল কায়েস শপথ করতে প্রস্তুত হলেন। তখন তিনি বললেন, 'যদি অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাতের লক্ষ্যে কেউ মিথ্যা শপথ করে, তবে সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে তাঁর অসন্তুষ্ট অবস্থায়।'[২২]

দ্বিতীয় বর্ণনা: এ আয়াতটি 'আবদান ইবনু আশওয়া আল-হাদরামি' সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি ইমরাউল কায়স আল-কিন্দির বিরুদ্ধে কিছু সম্পদের দাবি করেন। উভয়ে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বিরোধ মীমাংসার জন্য উপস্থিত হন। ইমরাউল কায়স তা অস্বীকার করেন এবং শপথ করতে উদ্যত হন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। ফলে তিনি শপথ করা থেকে বিরত থাকেন এবং আবদানকে তাঁর জমির বিষয়ে অধিকার দিয়ে দেন; তিনি আর তাঁর সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হননি।[২৩]

উপর্যুক্ত বর্ণনার ঘটনাগত বিবরণে যদিও পার্থক্য রয়েছে, তবে উভয় বর্ণনা একটি অভিন্ন বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করে- অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ ও বিচারব্যবস্থার অপব্যবহার। অতএব, এ আয়াতের নির্দেশনা কোনো নির্দিষ্ট সময় বা ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং ব্যাপকভাবে সকল যুগের অবৈধ পদ্ধতিতে সম্পদ অর্জন ও ভোগের নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী রহ. উল্লেখ করেন, এই আয়াতটি নির্দিষ্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হলেও, আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমগ্র উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর আয়াতে উল্লিখিত 'তোমরা একে অপরের অর্থ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না।' এর অন্তর্ভুক্ত হলো- জুয়া, প্রতারণা, জবরদখল, অধিকার হরণ এবং এমন যেকোনো কিছু যা এর মালিক দিতে চায় না অথবা যা শরীয়ত নিষিদ্ধ করেছে, যদিও এর মালিক তা দিতে ইচ্ছুক; যেমন বেশ্যার অর্থ, মদ

22. Panipati, ibid, 1: 391
23. Al-Qurṭubī, 2: 37

ও শূকরের দাম এবং অন্যান্য হারাম জিনিস।[২৪] আয়াতে 'ভক্ষণ করা' বলতে কেবল খাওয়া নয়; বরং এর দ্বারা সম্পদ ভোগ বা ব্যয় করার সকল পন্থাকেও বোঝায়।[২৫] সুতরাং, সামান্য পরিমাণ সম্পদও অবৈধভাবে ভোগ করা যাবে না। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রহ. বলেন, এ আয়াতের মূল বক্তব্য বা এর অন্তর্নিহিত অর্থ হলো, 'নিজেদের মধ্যে অন্যায়ভাবে তোমাদের সম্পদ ভোগ করো না এবং বিচারকদের ঘুষ দিও না।'[২৬] অর্থাৎ, জনগণের সম্পদের একটি অংশ অন্যায়ভাবে ভোগ করার জন্য তাদেরকে ঘুষ দিও না। উপরিউক্ত আয়াতের বিশ্লেষণে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগ নিষেধাজ্ঞায় যে সকল মূলনীতি পাওয়া যায়, সেগুলো হলো-

- অন্যায়ভাবে সম্পদ অর্জন ও ভোগ নিষিদ্ধ
- ঘুষ ও দুর্নীতি প্রতিরোধ
- অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

৮. এসডিজি-১৬

বিশ্বব্যাপি দারিদ্র্য দূরীকরণ, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সবার জন্য শান্তিপূর্ণ, ন্যায়ভিত্তিক ও সমৃদ্ধ বিশ্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি বৈশ্বিক উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা হিসেবে ২০১৫ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals-SDGs) গৃহীত হয়। SDGs-এর মূল লক্ষ্য হলো বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন পূরণের সক্ষমতা অক্ষুণ্ন রেখে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। ২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সর্বসম্মতিক্রমে "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development" শীর্ষক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এর আওতায় ২০৩০ সালের মধ্যে SDGs-এর ১৭টি অভীষ্ট (Goals) এবং এগুলোর অধীনে ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা (Targets) অর্জনের জন্য নির্ধারণ করা হয়। এসডিজি-১৬ (Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels. অর্থাৎ, টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, সকলের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং সকল পর্যায়ে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা) হচ্ছে SDGs-এর ১৭টি অভীষ্ট (Goals) এর মধ্যে অন্যতম। এর অধীনে ১২টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।[২৭] সেগুলো হলো-

24. Al-Qurṭubī, 2: 38
25. Al-Rāzī, *Mafātīḥ al-Ghayb*, 5: 279
26. Al-Rāzī, 5: 280
27. United Nations General Assembly, *Draft outcome document of theUnited Nations summit for the adoption of the post-2015development agenda*,

এক. 16.1 Significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere. অর্থাৎ, সর্বত্র সব ধরনের সহিংসতা এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা।

দুই. 16.2 End abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence against and torture of children. অর্থাৎ, শিশুদের প্রতি নির্যাতন, শোষণ, পাচার এবং সব ধরনের সহিংসতা ও নির্যাতন বন্ধ করা।

তিন. 16.3 Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal access to justice for all. অর্থাৎ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা কার্যকর করা এবং সকলের জন্য সমানভাবে ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।

চার. 16.4 By 2030, significantly reduce illicit financial and arms flows, strengthen the recovery and return of stolen assets and combat all forms of organized crime. অর্থাৎ, ২০৩০ সালের মধ্যে অবৈধ আর্থিক লেনদেন ও অস্ত্রের প্রবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা, চুরি বা আত্মসাৎকৃত সম্পদ পুনরুদ্ধার ও ফেরত দেওয়ার কার্যক্রম জোরদার করা এবং সব ধরনের সংঘবদ্ধ অপরাধ মোকাবিলা করা।

পাঁচ. 16.5 Substantially reduce corruption and bribery in all their forms. অর্থাৎ, সব ধরনের দুর্নীতি ও ঘুষ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা।

ছয়. 16.6 Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels. অর্থাৎ, সকল পর্যায়ে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

সাত. 16.7 Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels. অর্থাৎ, সকল পর্যায়ে জনসাড়া প্রদানকারী, অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিনিধিত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করা।

আট. 16.8 Broaden and strengthen the participation of developing countries in the institutions of global governance. অর্থাৎ, বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অংশগ্রহণ সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী করা।

নয়. 16.9 By 2030, provide legal identity for all, including birth registration. অর্থাৎ, ২০৩০ সালের মধ্যে জন্মনিবন্ধনসহ সকলের জন্য আইনগত পরিচয় নিশ্চিত করা।

---

file:///C:/Users/DHMM/Downloads/A_69_L.85-EN.pdf, retrieved 29 June, 2026.

দশ. 16.10 Ensure public access to information and protect fundamental freedoms, in accordance with national legislation and international agreements. অর্থাৎ, জাতীয় আইন ও আন্তর্জাতিক চুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জনগণের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা এবং মৌলিক স্বাধীনতাসমূহ সুরক্ষিত করা।

এগারো. 16.a Strengthen relevant national institutions, including through international cooperation, for building capacity at all levels, in particular in developing countries, to prevent violence and combat terrorism and crime. অর্থাৎ, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সহিংসতা প্রতিরোধ, সন্ত্রাসবাদ ও অপরাধ মোকাবিলার সক্ষমতা গড়ে তুলতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাসহ সংশ্লিষ্ট জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে সকল পর্যায়ে শক্তিশালী করা।

বারো. 16.b Promote and enforce non-discriminatory laws and policies for sustainable development. অর্থাৎ, টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈষম্যহীন আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা।

উপরিউক্ত ১২টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগ নিষিদ্ধকরণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও প্রাসঙ্গিক সম্পর্ক বিবেচনায় এসডিজি-১৬-এর ১৬.৩, ১৬.৪, ১৬.৫ ও ১৬.৬-এই চারটি লক্ষ্যমাত্রা নির্বাচন করা হয়েছে।

৯. সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াতের মূলনীতি ও এসডিজি-১৬-এর প্রাসঙ্গিক লক্ষ্যমাত্রার তুলনামূলক পর্যালোচনা

সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াতে বর্ণিত অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগ নিষিদ্ধকরণের নীতিমালা এবং SDG-16-এর প্রাসঙ্গিক লক্ষ্যমাত্রাগুলোর তুলনামূলক পর্যালোচনান্তে উভয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। উভয় কাঠামোর মূল উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে অন্যায়, দুর্নীতি, ঘুষ এবং অবৈধ সম্পদের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করা এবং বিশ্বব্যাপী ন্যায়ভিত্তিক এবং সুশাসন সমৃদ্ধ সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। তবে এ দু'টি কাঠামোর উৎস, পদ্ধতি এবং জবাবদিহিতার ভিত্তিতে কিছু পার্থক্য রয়েছে।

৯.১ সাদৃশ্য

৯.১.১ অবৈধ সম্পদ অর্জন প্রতিরোধ

সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াতের প্রথমাংশে একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে, যা অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগের নিষেধাজ্ঞায় একটি মৌলিক নীতির প্রতি ইঙ্গিত করে। এ ক্ষেত্রে আয়াতে

ব্যবহৃত 'বিল-বাতিল' (بِٱلْبَٰطِلِ) শব্দটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এ শব্দটি এমন সব কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা সত্য, ন্যায় এবং বৈধতার পরিপন্থী। ফলে আয়াতের নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়টি সম্পদ ভোগের ক্ষেত্রে সকল প্রকার অন্যায্য ও অবৈধ পন্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে। উল্লেখ্য, সম্পদ ভোগের পূর্বশর্ত হলো তা অর্জন করা। তাই আয়াতের এ নিষেধাজ্ঞা কেবল অবৈধ সম্পদ ভোগের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়; বরং অবৈধ সম্পদ অর্জনের সকল পন্থাও এর আওতাভুক্ত। এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় ছিনতাই, লুট, আত্মসাৎ, মিথ্যা সাক্ষ্য, জালিয়াতি, প্রতারণা, চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচারের বিনিময়, গান-বাদ্যের বিনিময়, ভাগ্যগণনার পারিশ্রমিক এবং নিষিদ্ধ উপায়ে উপার্জিত সকল প্রকার সম্পদ অন্তর্ভুক্ত।[২৮] আল-কুরআনের দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পদের বৈধতা কেবল মালিকানা অর্জনের ওপর নির্ভর করে না; বরং তা অর্জনের পদ্ধতির ওপরও নির্ভরশীল। অতএব, কোনো ব্যক্তি যদি অবৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জন করে, তাহলে সে সম্পদ ভোগও অবৈধ হবে। মূলত সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াতের এ নীতি ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পদের নিরাপত্তার নিশ্চিয়তা প্রদানের পাশাপাশি অর্থনৈতিক শোষণ, বৈষম্য এবং অনৈতিক প্রতিযোগিতা প্রতিরোধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

অপরদিকে SDG Target 16.4: By 2030, significantly reduce illicit financial and arms flows, strengthen the recovery and return of stolen assets and combat all forms of organized crime. অর্থাৎ, "২০৩০ সালের মধ্যে অবৈধ আর্থিক লেনদেন ও অস্ত্রের প্রবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা, চুরি বা আত্মসাৎকৃত সম্পদ পুনরুদ্ধার ও ফেরত দেওয়ার কার্যক্রম জোরদার করা এবং সব ধরনের সংঘবদ্ধ অপরাধ মোকাবিলা করা" এর উদ্দেশ্য হলো ২০৩০ সালের মধ্যে অবৈধ আর্থিক প্রবাহ এবং চুরি হওয়া সম্পদের পুনরুদ্ধার ও প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এসব কার্যক্রম উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা। অবৈধ আর্থিক প্রবাহ রোধ ব্যতীত অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগ প্রতিরোধ করা অসম্ভব। বর্তমান বিশ্বে অধিকাংশ দেশের জন্য টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জনে অর্থপাচার, কর ফাঁকি, দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ বিদেশে স্থানান্তর এবং অবৈধ আর্থিক লেনদেন অন্যতম প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচিত। এর ফলে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং উন্নয়ন কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়। এ প্রেক্ষাপটে SDG Target 16.4-এর লক্ষ্য হলো অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য অবৈধ প্রবাহ প্রতিরোধ করা, যা অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মূলত উভয়ের মধ্যে

[28]. Al-Qadi Thanaullah Panipati, ibid, 1: 391

গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশের দিকটি হলো, সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াতে অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে SDG Target 16.4 অবৈধ আর্থিক প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ এবং অপহৃত হওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জন প্রতিরোধে গুরুত্ব প্রদান করে।

৯.১.২ দুর্নীতি ও ঘুষ প্রতিরোধ

আয়াতের দ্বিতীয়াংশে বিচারকদের নিকট সম্পদ পেশ করার মাধ্যমে অন্যের সম্পদ আত্মসাতের যে প্রক্রিয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, তা ঘুষ ও দুর্নীতি প্রতিরোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নীতির প্রতি নির্দেশ করে। আর তা হচ্ছে বিচারককে ঘুষ দিয়ে বা মিথ্যা সাক্ষী উপস্থিত করে দুর্নীতির মাধ্যমে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা জঘন্য অপরাধ। মুফাসসিরগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ঘুষ, দুর্নীতি, যাবতীয় অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য, অনৈতিক লেনদেন, মিথ্যা সাক্ষী বা মিথ্যা কসম খেয়ে অন্যের সম্পদ বিচারকের মাধ্যমে হস্তগত করা এবং যা শরী'আতের দৃষ্টিতে বৈধ নয়, এরূপ বিষয়ও উভয় পক্ষের সম্মতিতে সম্পন্ন হলেও তা আয়াতের নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[২৯] ঘুষ ও দুর্নীতির ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অবৈধ সুবিধা লাভ করে, জনসাধারণের অধিকার ক্ষুণ্ন হয় এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনগণের আস্থা কমে যায়। ঘুষ ও দুর্নীতি কেবল একটি আর্থিক অপরাধ নয়; বরং এটি ন্যায়বিচার ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের আস্থার বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ। ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে অযোগ্য ব্যক্তি সুবিধা লাভ করে এবং প্রকৃত অধিকারী তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। তাই রাসূল ﷺ ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা উভয়কে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। রাসূল ﷺ বলেন-

اَلرَّاشِيُ وَالْمُرْتَشِيُ فِيْ اَلنَّارِ.

অর্থাৎ, ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা উভয়েই জাহান্নামী।[৩০]

অতএব, সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াতে বর্ণিত ঘুষ ও দুর্নীতি প্রতিরোধের এ নীতি ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র বিশেষত রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থা ও প্রশাসনকে ঘুষ এবং দুর্নীতিমুক্ত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

অন্যদিকে SDG Target 16.5: Substantially reduce corruption and bribery in all their forms. অর্থাৎ, "সব ধরনের দুর্নীতি ও ঘুষ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা" এর উদ্দেশ্য হলো সকল প্রকার দুর্নীতি এবং ঘুষ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে

[29]. Mufti Muhammad Shafi, ibid, 1: 433

[30]. Sulaiman ibn Ahmad Al-Tabarani, *Al-Mu'jam al-Awsat, Vol. 2. Kitab: Ahkam wa Aqdiyyah* (Cairo: Dar al-Haramain, 1995), 288, Hadith No. 2026

হ্রাস করা।[৩১] অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে দুর্নীতি ও ঘুষ। দুর্নীতি ও ঘুষ কেবল অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ নয়; বরং এগুলো সুশাসন, ন্যায়বিচার এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনগণের আস্থার ক্ষেত্রেও মারাত্মক হুমকি। দুর্নীতি ও ঘুষের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগের সুবিধা লাভ করে এবং এতে জনগণের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। এ প্রেক্ষাপটে SDG Target 16.5 ঘুষ ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল স্তরে ঘুষ ও দুর্নীতি দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মূলত ঘুষ ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়, যা দারিদ্র্য দূরীকরণ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। উভয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ দিক হলো, সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াত বিচারকদের নিকট সম্পদ পেশ করে অন্যায়ভাবে সম্পদ অর্জনের প্রচেষ্টাকে নিষিদ্ধ করেছে, যা ঘুষ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কুরআনের সুস্পষ্ট অবস্থান নির্দেশ করে। একইভাবে SDG Target 16.5 সকল প্রকার দুর্নীতি এবং ঘুষ প্রতিরোধের ওপর তাগিদ প্রদান করেছে।

৯.১.৩ জবাবদিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা

সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াতে বিচারব্যবস্থার অপব্যবহার নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে ন্যায়ভিত্তিক ও জবাবদিহিতামূলক প্রশাসনিক ও বিচারিক কাঠামো প্রতিষ্ঠায় বাধ্যবাধকাতা আরোপ করা হয়েছে। এছাড়াও দুর্নীতি, ঘুষ, প্রতারণা ইত্যাদির মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগ নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস দ্বারাও সুস্পষ্ট হয়। রাসূলুল্লাহ ঘোষণা করেন,

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

অর্থাৎ, যে আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৩২]

অন্য হাদীসে এসেছে,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ.

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতার ওপর অভিশাপ দিয়েছেন।[৩৩] এ হাদীসদ্বয় থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামে প্রতারণা, ঘুষ এবং অনুরূপ যে কোনো অবৈধ পন্থায় সম্পদ অর্জন ও ভোগ শুধু অর্থনৈতিক অপরাধ বা আইনি লঙ্ঘন নয়;

31. United Nations, *Transforming Our World*, ibid, 26 (Target 16.5).
32. Muslim ibn al-Hajjaj Al-Naysaburi, *Sahih Muslim*, Vol. 1.Kitab: Kitab al-Iman (Riyadh: Darussalam Publications, 2007), 165, Hadith No. 284
33. Muhammad ibn Isa Al-Tirmidhi, *Jami' at-Tirmidhi*, Vol. 3.Kitab: Kitab al-Ahkam (Riyadh: Darussalam Publications, 2007), 119, Hadith No. 1337

বরং তা নৈতিক ও ধর্মীয় বিচ্যুতিও। ফলে ইসলামে অবৈধ পন্থায় সম্পদ অর্জন ও ভোগের কোনো সুযোগ প্রদান করা হয়নি। ফিকহের দৃষ্টিতেও দুর্নীতি, ঘুষ ও অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগ হারাম। তবে "দুর্নীতি" একটি ব্যাপক আধুনিক পরিভাষা; ফিকহের কিতাবগুলোতে এর বিভিন্ন রূপকে ঘুষ (الرشوة), আত্মসাৎ ও খেয়ানত (الخيانة/الغلول), অবৈধভাবে সম্পদ ভক্ষণ (أكل المال بالباطل) ইত্যাদি স্বতন্ত্র অপরাধ হিসেবে আলোচনা করা হয়েছে। ইবনু আবিদীন রহ. বলেন,

الرِّشْوَةُ يَجِبُ رَدُّهَا وَلَا تُمْلَكُ

অর্থাৎ,"ঘুষ ফেরত দেওয়া আবশ্যক; এর দ্বারা মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না।"[৩৪]

এছাড়াও বিচারকের ঘুষ গ্রহণ নিষিদ্ধ এবং ঘুষের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ ভোগ করা বৈধ নয়। রদ্দুল মুহতার-এ বলা হয়েছে-

ارْتِشَاءُ الْقَاضِي لِيَحْكُمَ وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَوْ الْقَضَاءُ بِحَقٍّ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ

অর্থাৎ, "বিচারকের বিচার করার জন্য ঘুষ গ্রহণও হারাম, যদিও সে ন্যায়সঙ্গত বিচার করে; কারণ বিচার করা তার ওপর দায়িত্ব।"[৩৫]

আর এসকল অপরাধের শাস্তির ক্ষেত্রে তা'আযীর প্রয়োগ হবে। কেননা, যে সকল অপরাধের শাস্তির ব্যাপারে হদ্দ বা কিসাস নির্ধারিত নেই, সে সকল অপরাধের শাস্তির ক্ষেত্রে অপরাধের মাত্রানুযায়ী বিচারক কর্তৃক তা'আযীর প্রয়োগের বিধান প্রযোজ্য।[৩৬]

অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগ নিষিদ্ধকরণের ব্যাপারে সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াতের নির্দেশনা পবিত্র কুরআনের অন্যান্য আয়াতের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ.﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। তবে পরস্পরের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে বৈধ ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে।[৩৭]

এ আয়াতে অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণ নিষিদ্ধ করে বৈধ ব্যবসাকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অন্যত্র ঘোষণা এসেছে-

34. Ibn ʿĀbidīn, *Ḥāshiyatu Radd al-Muḥtār ʿalā al-Durr al-Mukhtār* (Miṣr: Sharikat Maktabat wa-Maṭbaʿat Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa-Awlādih,1966), 5: 326
35. Ibn ʿĀbidīn, 5: 362.
36. Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʾūn al-Islāmiyyah bi-al-Kuwayt, *al-Mawsūʿah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah* (al-Kuwayt: Dār al-Salāsil, 1404–1427 H), 22: 226
37. Al Qur'an, 4:29

﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ. ﴾

তারা মিথ্যা কথায় অত্যন্ত আগ্রহী এবং অবৈধ উপার্জন ভক্ষণকারী। অতএব, তারা যদি আপনার কাছে (বিচারের জন্য) আসে, তবে আপনি চাইলে তাদের মধ্যে বিচার করুন অথবা তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। আর যদি আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন, তবে তারা আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি বিচার করেন, তবে তাদের মধ্যে ন্যায়বিচারের সঙ্গে বিচার করুন।[৩৮]

এ আয়াতে দুর্নীতি ও অবৈধ সম্পদ থেকে বিরত থাকা এবং বিশেষভাবে ন্যায়বিচারের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অতএব, সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াত ও এ সম্পর্কিত অন্যান্য আয়াত সম্মিলিতভাবে প্রমাণ করে যে, পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি হলো অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগের সকল পন্থা প্রতিরোধ করা এবং বিচার ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা। একইভাবে SDG Target 16.3 ও 16.6 আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়বিচার, কার্যকর, জবাবদিহিমূলক এবং স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিকাশে গুরুত্ব প্রদান করে। উভয় দৃষ্টিভঙ্গিই স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং আইনের শাসনের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে। কারণ শক্তিশালী ও ন্যায়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ছাড়া অবৈধ সম্পদ প্রতিরোধ এবং টেকসই উন্নয়ন অর্জন সম্ভব নয়।

৯.১.৪ অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার বলতে এমন একটি ব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে প্রত্যেকে তার ন্যায্য অধিকার ভোগ করবে এবং অন্যের অধিকার অন্যায়ভাবে হরণ করতে পারবে না। আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণ ও বিচারব্যবস্থার অপব্যবহারের মাধ্যমে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করতে নিষেধ করেছেন। এর মাধ্যমে একটি মৌলিক নীতি প্রতিষ্ঠিত হয় যে, সম্পদ অর্জন ও ভোগের ক্ষেত্রে সততা ও ন্যায়বিচারই হবে মূল মানদণ্ড। যার দাবি হলো কোনো ব্যক্তি প্রতারণা, জালিয়াতি, ঘুষ, দুর্নীতি, মিথ্যা সাক্ষ্য বা মিথ্যা শপথের ভিত্তিতে অবৈধ পন্থায় সম্পদ অর্জন বা ভোগ করতে পারবে না। কেননা অন্যায়ভাবে সম্পদ অর্জন ও ভোগ অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। মূলত এর মাধ্যমে একজন ব্যক্তি অন্যের ন্যায্য অধিকার হরণ করে অন্যায়ভাবে নিজের অর্থনৈতিক স্বার্থ লাভ করে থাকে। তাছাড়া বিচারকের বিচার দ্বারা হারাম সম্পদ হালাল হয়ে যায় না। বরং এর দ্বারা মিথ্যা সাক্ষ্য বা বিচারিক কৌশলে স্বার্থ লাভ হয় মাত্র। কিন্তু পরকালীন জবাবদিহিতা বা প্রকৃত

[38]. Al Qur'an, 5:42

অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার বাকী থেকে যায়।[৩৯] অতএব, সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াতে বর্ণিত এ নীতি ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্র- সবার জন্য অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সুদৃঢ় ভূমিকা পালন করতে পারে।

অপরদিকে SDG Target 16.6: Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels. অর্থাৎ, "সকল পর্যায়ে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা"[৪০] যার উদ্দেশ্য হলো রাষ্ট্র ও সমাজের সকল স্তরে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক কার্যকর প্রতিষ্ঠান নিশ্চিত করা। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে দক্ষ, নিরপেক্ষ এবং দুর্নীতিমুক্ত করা খুবই জরুরি। রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থা, প্রশাসন এবং অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান যদি জবাবদিহিতার আওতায় পরিচালিত হয়, তাহলে এ সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পায় এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। পক্ষান্তরে দুর্বল ও দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান অবৈধ সম্পদ অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং আইনের শাসনকে বাধাগ্রস্ত করে। ফলে SDG Target 16.6-এর মাধ্যমে জাতিসংঘ এমন একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানায়, যা প্রত্যেক স্তরে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায়বিচার এবং জনকল্যাণ নিশ্চিতপূর্বক রাষ্ট্রের জন্য কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয় এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

সারকথা হলো সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াতের মূলনীতিগুলোর অন্যতম লক্ষ্য হলো অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগ, ঘুষ ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। আর SDG Target-16-এর প্রাসঙ্গিক লক্ষ্যমাত্রাগুলোর সমন্বিত উদ্দেশ্য হলো অবৈধ আর্থিক প্রবাহ, ঘুষ ও দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং রাষ্ট্রে জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ, সম্পদের ন্যায্য ব্যবহার এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে এমন একটি ন্যায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যা অর্থনৈতিক সকল কর্মকাণ্ডে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারকে প্রাধান্য দিবে। ফলে উভয় কাঠামোতেই অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় লক্ষ্যগত দিক থেকে সাদৃশ্যতা পরিলক্ষিত হয়।

[39]. Al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, 3: 273
[40]. United Nations, *Transforming Our World*, 26 (Target 16.6)

সারণি-১: সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াতের মূলনীতি ও SDG-16-এর লক্ষ্যমাত্রার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকসমূহ

ক্রম	বিষয়	সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াতের মূলনীতি	SDG-16-এর লক্ষমাত্রা
০১	উদ্দেশ্য	অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগ এবং ঘুষের মাধ্যমে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ নিষিদ্ধ করে।	দুর্নীতি, ঘুষ ও অবৈধ আর্থিক প্রবাহ প্রতিরোধ করে।
০২	অবৈধ আর্থিক প্রবাহ প্রতিরোধ	অন্যায়ভাবে সম্পদ অর্জন ও ভোগ নিষিদ্ধকরণের মাধ্যমে অবৈধ আর্থিক প্রবাহ প্রতিরোধ করে।	SDG 16.4 অবৈধ অর্থ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ও অপহৃত সম্পদ পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে অবৈধ আর্থিক প্রবাহ প্রতিরোধ করে।
০৩	ঘুষ ও দুর্নীতি প্রতিরোধ	বিচারকদের নিকট সম্পদ পেশ করে অন্যায়ভাবে সম্পদ অর্জনের প্রচেষ্টাকে নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে ঘুষ ও দুর্নীতি প্রতিরোধ করে।	SDG Target 16.5 সর্বস্তরে সকল প্রকার দুর্নীতি এবং ঘুষের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাসের প্রতি গুরুত্বারোপের মাধ্যমে ঘুষ ও দুর্নীতি প্রতিরোধ করে।
০৪	জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা	বিচারব্যবস্থার অপব্যবহার নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে এ ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাধ্যবাধকতা আরোপ করে।	SDG Target 16.6 কার্যকর, জবাবদিহিমূলক এবং স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিকাশে গুরুত্ব প্রদান করে।
০৫	অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা	সূরা আল-বাকারার মূলনীতিগুলোর সমন্বিত লক্ষ্য হলো অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগ, ঘুষ ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা।	SDG Target 16-এর প্রাসঙ্গিক লক্ষ্যমাত্রাগুলোর সমন্বিত উদ্দেশ্য হলো অবৈধ আর্থিক প্রবাহ, ঘুষ ও দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং রাষ্ট্রে জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

৯.২ বৈসাদৃশ্য

৯.২.১ উৎসগত পার্থক্য

সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াত হলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ বা ঐশী নির্দেশনা। অন্যদিকে SDG Target-16-এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ হলো জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত একটি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কাঠামো, যা মানবিক ও নীতিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে উভয়ের মধ্যে উৎসগত ভিন্নতা রয়েছে।

৯.২.২ জবাবদিহিতার ভিত্তি

সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াতে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগের বিরুদ্ধে দুনিয়াবি ও আখিরাতের উভয় জগতের জবাবদিহিতার ভিত্তি বিদ্যমান। আয়াতে (وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ) অংশটি উল্লেখের মাধ্যমে বিচারকদের নিকট সম্পদ পেশ করে অন্যায়ভাবে সম্পদ অর্জনের প্রচেষ্টাকে নিষিদ্ধ করার দ্বারা এ ধরনের অপরাধের বিচারিক ও আইনগত দায়বদ্ধতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আয়াতে বিচারিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি উল্লেখের কারণে দুনিয়াবি জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে যে সকল বিষয় স্পষ্ট হয়, তা হলো-

ক. সম্পদ আত্মসাৎ করলে বিচারিক জবাবদিহিতা রয়েছে।

খ. ঘুষ ও দুর্নীতির জন্য রাষ্ট্রীয় শাস্তি প্রযোজ্য হতে পারে।

গ. অন্যের সম্পদ অবৈধভাবে গ্রহণ করলে তা ফেরত দেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

ঘ. ইসলামি বিচারব্যবস্থা এ ধরনের অপরাধ তদন্ত ও শাস্তি প্রদানের অধিকার রাখে।

আর আখিরাতের জবাবদিহিতার বিষয়ে আয়াতটির শেষাংশে (وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) উল্লেখের মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আয়াতের উক্ত অংশটি অত্যন্ত তাৎপর্য বহন করে। কেননা, যদি বিষয়টি শুধু আদালতের বিচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হতো, তাহলে "তোমরা জেনে শুনে" কথাটি অপ্রয়োজনীয় হতো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এখানে মানুষের অন্তর, নিয়ত ও বিবেককে সম্বোধন করেছেন। ফলে এর দ্বারা যে সকল বিষয় স্পষ্ট হয়, তা হলো-

ক. আদালতে নিজের পক্ষে রায় পেলেও সে জানে সম্পদটি তার নয়।

খ. মানুষের কাছে নির্দোষ প্রমাণিত হলেও সে আল্লাহর কাছে দায়মুক্ত নয়।[৪১]

গ. সত্য গোপন করে সম্পদ গ্রহণ করলে আখিরাতে তার হিসাব দিতে হবে।

হাদীসের মাধ্যমে আখিরাতের জবাবদিহিতার বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذَنَّهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.

অর্থাৎ, "আমি তো একজন মানুষ। তোমরা আমার কাছে বিচার নিয়ে আসো। তোমাদের কেউ কেউ তার বক্তব্য উপস্থাপনে অন্যের চেয়ে বেশি দক্ষ হতে

[41]. Mufti Muhammad Shafi, ibid, 1: 435

পারে। আমি তার কথার ভিত্তিতে যদি তার ভাইয়ের অধিকার থেকে কিছু তাকে দিয়ে দিই, তবে সে যেন তা গ্রহণ না করে; কারণ আমি তার জন্য জাহান্নামের একটি টুকরা নির্ধারণ করে দিলাম।"[৪২]

এ হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, আদালতের রায় পেলেও প্রকৃত অধিকার না থাকলে সম্পদ বৈধ হবে না। আর অবৈধ সম্পদ ভোগ করলে আখিরাতে তার জন্য জাহান্নামের টুকরা তথা শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। অপরদিকে SDG Target-16-এর লক্ষ্যমাত্রাগুলোর নির্দেশনা অমান্য করলে, তার জবাবদিহিতা মূলত রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ ক্ষেত্রে আখিরাতের জবাবদিহিতার কোনো বাধ্যবাধকতা গুরুত্ব পায়নি।

৯.২.৩ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি

সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াতের মূলনীতিগুলো কেবল আইনগত বিধানই প্রদান করে না; বরং নৈতিকতা ও আত্মিক জবাবদিহিতার ভিত্তিও প্রতিষ্ঠা করে। কেননা, এ মূলনীতিগুলো কেবল আইনগত কাঠামোর মাধ্যমে নয়; বরং মানুষের অন্তর্নিহিত সততা ও তাকওয়ার ভিত্তিতে ঘুষ, দুর্নীতি এবং অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগ প্রতিরোধ করতে চায়। আয়াতের "وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ" (তোমরা জেনে শুনে) অংশটি ইঙ্গিত করে যে, কোনো ব্যক্তি বিচারিক প্রক্রিয়া বা আইনি কৌশলের মাধ্যমে অন্যের সম্পদ লাভ করলেও সে নৈতিকভাবে দায়মুক্ত নয়।[৪৩] তাই আইনকে অপব্যবহার করে বা ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে অন্যায় সুবিধা নেওয়া নৈতিক অপরাধ হিসেবে গণ্য। সুতরাং আয়াতটি এ সকল ক্ষেত্রে বাহ্যিক আইনগত বিধানের পাশাপাশি বিবেক, সততা ও ন্যায়পরায়ণতা, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চর্চায়ও বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। অন্যদিকে SDG-16-এর লক্ষ্যমাত্রাগুলো মূলত প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, নীতিনির্ধারণ এবং প্রশাসনিক জবাবদিহিতার মাধ্যমে অবৈধ আর্থিক প্রবাহ, ঘুষ ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করতে আহ্বান জানায়। আর এ সকল লক্ষ্যমাত্রা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তির পরিবর্তে মানবিক ও প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধের ওপর নির্ভরশীল। ফলে মানুষের নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকার বিষয়ে SDG-16-এর লক্ষ্যমাত্রাগুলোর কোনো পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায় না।

---

42. Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Ahkam, Bab: Man Qada bi-Nahwi ma Yasma', vol. 4 (Riyadh: Darussalam Publishers, 1999), 296, Hadith no. 6967

43. Mufti Muhammad Shafi, ibid, 1: 434

সারণি-২: সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াতের মূলনীতি ও SDG-16-এর লক্ষ্যমাত্রার বৈসাদৃশ্যপূর্ণ দিকসমূহ

ক্রমিক	বিষয়	সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াতের মূলনীতি	এসডিজি-১৬-এর সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা
০১	উৎস	সূরা আল-বাকারার নীতিমালার উৎস হলো ঐশী নির্দেশনা, যা সর্বযুগের জন্য প্রযোজ্য।	এসডিজি-১৬-এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ মানব রচিত ও সমসাময়িক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কাঠামো।
০২	মূল্যবোধ	আইনগত কাঠামোর পাশাপাশি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত।	মানবিক ও প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধের ওপর নির্ভরশীল।
০৩	জবাবদিহিতা	উভয় জগতের জবাবদিহিতার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।	কেবল ইহকালীন জবাবদিহিতার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।
০৪	প্রয়োগ পদ্ধতি	শরিয়াহভিত্তিক বিধান পালন ও নৈতিক নিয়ন্ত্রণ	আইন, নীতি, প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা
০৫	প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো	বিচারিক বা কর্তৃত্বশীল ব্যক্তির অপব্যবহারমুক্ত	কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠান
০৬	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	শরিয়াহভিত্তিক বিধান অনুসরণ	আইন, নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগ্রহণ

৯.৩ সমন্বয়ের সম্ভাবনা

সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াতে বর্ণিত মূলনীতিসমূহ এবং এসডিজি-১৬-এর সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, উভয়ের উৎস ও কাঠামোগত ভিত্তি আলাদা হলেও লক্ষ্যগত সাদৃশ্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অবৈধ সম্পদ প্রতিরোধ, দুর্নীতি ও ঘুষ দূরীকরণ, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উভয় কাঠামোই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও সূরা আল-বাকারার মূলনীতিসমূহের ভিত্তি ঐশী নির্দেশনা ও নৈতিক মূল্যবোধ, আর এসডিজি-১৬-এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহের ভিত্তি আন্তর্জাতিক উন্নয়ননীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো; তথাপি উভয়ের উদ্দেশ্য মানবকল্যাণ, ন্যায়ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং

টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা। এসডিজি-১৬-এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ যেখানে দুর্নীতি প্রতিরোধ, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং কার্যকর প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রদান করে, সেখানে সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াতের মূলনীতিসমূহ আইনগত কাঠামো প্রদানের পাশাপাশি ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে। ফলে উভয় লক্ষ্যের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের যথেষ্ট সম্ভাবনা বিদ্যমান। মূলত সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াতে বর্ণিত ন্যায়বিচার, অন্যায়ভাবে সম্পদ ভোগ নিষিদ্ধকরণ ও জবাবদিহিতার নীতি এবং এসডিজি-১৬-এর শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠানসংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা সমন্বিতভাবে বাংলাদেশের আইন ও সুশাসন ব্যবস্থায় বাস্তব প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। বিশেষত দুর্নীতি প্রতিরোধ, সরকারি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিতকরণে এ নীতিগুলো বিদ্যমান আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার নৈতিক ভিত্তি হিসেবে কার্যকর হতে পারে। ফলে কুরআনের নৈতিক নির্দেশনা, এসডিজি-১৬-এর লক্ষ্যমাত্রা এবং বাংলাদেশের আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সমন্বিত প্রয়োগ দুর্নীতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হতে পারে। এ সমন্বয় বাস্তবায়িত হলে একদিকে যেমন ব্যক্তি ও সমাজে নৈতিকতা, সততা ও দায়িত্ববোধের বিকাশ ঘটবে, অন্যদিকে তেমনি রাষ্ট্রে প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিত হবে। সর্বোপরি এর মাধ্যমে একটি দুর্নীতিমুক্ত, ন্যায়ভিত্তিক এবং টেকসই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হতে পারে, যা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সার্বিক কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

১০. গবেষণার ফলাফল

সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াতে বর্ণিত নীতিমালা ও এসডিজি-১৬-এর সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাগুলোর তুলনামূলক পর্যালোচনান্তে নিম্নোক্ত ফলাফল পাওয়া যায়।

প্রথমত, সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াত অন্যায়ভাবে সম্পদ অর্জন ও ভোগ, ঘুষ প্রদান এবং বিচারিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে অন্যের সম্পদ গ্রাসের বিরুদ্ধে পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট অবস্থান প্রকাশ করে।

দ্বিতীয়ত, আয়াতটির নীতিমলার সঙ্গে SDG Target 16.4 ও 16.5 এর উল্লেখ্যযোগ্য ধারণাগত সাদৃশ্য পাওয়া যায়। বিশেষত অবৈধ সম্পদ প্রবাহ, দুর্নীতি ও ঘুষ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে।

তৃতীয়ত, তুলনামূলক মানদণ্ড বিশ্লেষণে উভয়ের মধ্যে উদ্দেশ্য, মূল্যবোধ ও জবাবদিহিতার সাদৃশ্য, কিন্তু উৎস, প্রয়োগ পদ্ধতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় পার্থক্য পাওয়া যায়।

চতুর্থত, সামগ্রিকভাবে, সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াতের মূলনীতিসমূহ এবং এসডিজি-১৬-এর সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা Target 16.3, 16.4, 16.5 ও 16.6 অবৈধ আর্থিক প্রবাহ, দুর্নীতি ও ঘুষ দূরীকরণ এবং জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগের নিষেধাজ্ঞায় উদ্দেশ্যগত দিক থেকে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে; যদিও উৎসগত ও বাস্তবায়ন কাঠামোর দিক থেকে কিছু পার্থক্য বিদ্যমান।

১১. সুপারিশমালা

গবেষণার আলোকে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করা হলো-

- রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক প্ল্যাটফর্মসমূহে অবৈধ আর্থিক প্রবাহ, ঘুষ ও দুর্নীতির ক্ষতিকর দিকসমূহের প্রচার জোরদার করতে হবে।
- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে অবৈধ সম্পদ অর্জন, ঘুষ, দুর্নীতি ও অর্থপাচার প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ কর্তৃক নীতিনির্ধারকদের মাধ্যমে বিদ্যমান আইনসমূহকে কুরআনিক আইনের আলোকে বিশেষত সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াতে বর্ণিত নীতিমালার ভিত্তিতে সংস্কার করে সেগুলোকে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে।
- রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ঘুষ, দুর্নীতি, অর্থপাচার এবং অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগ প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে আর্থিক স্বচ্ছতা ও ডিজিটাল জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে কেবল প্রশাসনিক ও আইনি পদক্ষেপ নয়; বরং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কুরআনিক নির্দেশনাও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১২. উপসংহার

গবেষণার আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াতে বর্ণিত অন্যায়ভাবে সম্পদ ভোগ নিষিদ্ধকরণ, ঘুষ ও দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং বিচারব্যবস্থার অপব্যবহার রোধের নীতিমালা এসডিজি-১৬-এর ১৬.৪, ১৬.৫ ও ১৬.৬ লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্যপূর্ণ। অন্যায়ভাবে সম্পদ ভোগ নিষিদ্ধকরণের নীতি ১৬.৪-এর অবৈধ অর্থের প্রবাহ ও সম্পদ আত্মসাতের সঙ্গে, ঘুষ ও দুর্নীতি প্রতিরোধের নীতি ১৬.৫-এর সঙ্গে এবং বিচারব্যবস্থার অপব্যবহার রোধের নীতি ১৬.৬-এর কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে উভয়ের মধ্যে

উদ্দেশ্য, ভিত্তি ও প্রয়োগগত ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। সূরা আল-বাকারার নির্দেশনা আল্লাহপ্রদত্ত নৈতিক ও ধর্মীয় বিধান, যার লক্ষ্য মানুষের নৈতিক সংশোধন এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা; পক্ষান্তরে এসডিজি-১৬ একটি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কাঠামো, যা রাষ্ট্রীয় নীতি, আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্ধারিত উন্নয়ন-লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্ব দেয়। ফলে উভয়ের মধ্যে বিষয়গত সাদৃশ্য থাকলেও তাদের উৎস, পরিধি ও বাস্তবায়ন-পদ্ধতি অভিন্ন নয়। গবেষণার ফলাফল আরও নির্দেশ করে যে, উভয়ের নীতিগুলো অভিন্ন উৎস ও কাঠামোর না হওয়ায় তাদের পারস্পরিক সাদৃশ্য ও স্বাতন্ত্র্য বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশের আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সঙ্গে সম্ভাব্য সমন্বিত প্রয়োগ অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগ প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। বর্তমান গবেষণায় সূরা আল-বাকারার ১৮৮ নং আয়াত এবং এসডিজি-১৬-এর সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে পবিত্র কুরআনের অন্যান্য আয়াত ও সূরার আলোকে এসডিজি-১৬-এর সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসমূহ নিয়ে আরও বিস্তৃত গবেষণার সুযোগ রয়েছে।

Bibliography

Al Qur'an

Abdur Rahim, Mawlana Md. *Islami Arthaniti.* Dhaka: Khairun Prokashani, 2012.

Abu Yusuf, Dr. Muhammad. "Islami Aine Shompod Orjon o Beyeyr Nitimala" *Islami Ain O Bichar* 6:21 (2010)

Ahmad, Khurshid. *Economic Development in an Islamic Framework.* Leicester: The Islamic Foundation, 1979.

Akram, Shahzada & Alam, Md & Miah, Abu Said & Karim, Md & Afreen, Atia & Akter, Khaleda & Sharmin, Nahid & Kamal, Md & Islam, Md Sahidul., "Tekshoi Unnoyon Obistto 16: Durniti Protirod O SusashonSongslistha Lokher Upor Bangladesher Prostuti, Bastobota O Challenge", *(In Bengali). Bangladeshe* Susashoner Somossa Uttoroner Upay (Dhaka:Transparency International Bangladesh, 2018).

al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail. *Sahih al-Bukhari*. Riyadh: Darussalam Publishers, 1999.

Al-Naysaburi, Muslim ibn al-Hajjaj. *Sahih Muslim*. Riyadh: Darussalam Publications, 2007.

Al-Qadi, Thanaullah Panipati. *Al-Tafsir al-Mazhari*, Vol. 1. Translated by Mawlana Taleb Ali. Dhaka: Hakimabad Khanka-e Muzaddedia, 2010.

al-Qurṭubī, Abū ʿAbdullāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī. *Al-Jāmiʿ li-Aḥkām al-Qurʾān*, ed. Aḥmad al-Bardūnī and Ibrāhīm Aṭfayyish. Cairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 AH/1964.

al-Rāzī, Fakhr al-Dīn Muḥammad ibn ʿUmar. *Mafātīḥ al-Ghayb* (al-Tafsīr al-Kabīr. vol.5. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 1420 AH.

al-Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr. *Tafsīr al-Ṭabarī*, trans. Editorial Board, Vol.3. Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1992.

Al-Tirmidhi, Muhammad ibn Isa. *Jami' at-Tirmidhi*. Riyadh: Darussalam Publications, 2007.

Chapra, M. Umer. "Ethics and Economics: An Islamic Perspective", *Islamic Economic Studies* 16:1&2 (2008-2009)

Chatgami, Mufti Abdus Salam. *Islami Orthobebosthar Mulniti.* Dhaka: Ittehad Publication, 2019.

Chowdury, Saeyd Rashed Hasan. "Tekshoi Unnoyon: Ekti Islami Bishleshon", *Islami Ain O Bichar* 12:47 (2016): 53–83, https://islamiainobichar.com/index.php/iab/article/view/4

Faruque, Abul Hosain Mohammoad Lutful Hoque. *"Islami Orthobebosthay Shompod Orjon o Beyeyr Nitimala: Bangladesh Prekkhipote Er Bastobayon".* PhD Thesis, Department of Islamic Studies, University of Dhaka, 2012.

Hope, Kempe Ronald. "Reducing Corruption and Bribery in Africa as a Target of the Sustainable Development Goals: Applying Indicators for Assessing Performance*", Journal of Money Laundering Control* 25:2 (2022): 313–329.

Ibn ʿĀbidīn, *Ḥāshiyatu Radd al-Muḥtār ʿalā al-Durr al-Mukhtār*. Miṣr: Sharikat Maktabat wa-Maṭbaʿat Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa-Awlādih,1966.

Ibn Kathīr, Imād al-Dīn Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm,* Vol. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.

Islam, Muhammad Nurul. *Islame Shompod Orjon Bey o Bonton*. Dhaka: Ahsan Publications, 2007

Kaosar, Mohammad Nuruddin. "Islami Orthobebostha Manobkollyan o Tekshoi Unnoyoner Anonna Poddhoti: Ekoti Porjalocona", *Islami Ain O Bichar* 19:74-75 (2023): 253–280, DOI: https://doi.org/10.58666/iab.v19i74-75.248

Shafi, Mufti Muhammad. *Tafsir Ma'ariful Qur'an, Vol. 1.* Karachi: Idaratul Ma'arif, n.d..

Sulaiman ibn Ahmad Al-Tabarani, *Al-Mu'jam al-Awsat.* Cairo: Dar al-Haramain, 1995.

United Nations General Assembly, *Draft outcome document of theUnited Nations summit for the adoption of the post-2015development agenda*, file:///C:/Users/DHMM/Downloads/A_69_L.85-EN.pdf, retrieved 29 June, 2026.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *United Nations Convention against Corruption*. New York: United Nations, 2003, Art. 20, 16.

Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʾūn al-Islāmiyyah bi-al-Kuwayt, *al-Mawsūʿah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah.* al-Kuwayt: Dār al-Salāsil, 1404–1427 H.